রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ আশ্বিন ১৪২৭/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২১৩—উপমহাদেশের বরেণ্য, বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব প্রণব মুখার্জি গত ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

২। জনাব প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে ভারতের সরকার, জনগণ এবং প্রয়াত প্রণব মুখার্জির শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৩০ ভাদ্র ১৪২৭/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ৩০ ভাদ্র ১৪২৭ / ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

উপমহাদেশের বরেণ্য, বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব প্রণব মুখার্জি গত ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

জনাব প্রণব মুখার্জি ১৯৩৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী জনাব প্রণব মুখার্জি কলেজে অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, মননশীলতা, দূরদর্শিতা ও উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের গুণাবলি-সমৃদ্ধ ব্যক্তিসত্তা ভারতীয় রাজনীতির শীর্ষস্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ১৩তম রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন বিশিষ্ট এই রাজনীতিবিদ। জনাব প্রণব মুখার্জী ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত প্রথম বাঙ্গালি।

জনাব প্রণব মুখার্জি প্রায় ছয় দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৯ সালে রাজ্যসভার নির্বাচনে তিনি প্রথমবার এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৯৩ ও ১৯৯৯ সালে কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন উপ-মন্ত্রী হিসাবে প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন জনাব প্রণব মুখার্জি। পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ভারতের অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি ভারতের ১৩তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে মেয়াদ পূর্ণ করে সুদীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের প্রতি প্রণব মুখার্জির ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জনাব প্রণব মুখার্জি রাজ্যসভার তরুণ সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের সমর্থনে ভারত সরকারের স্বীকৃতি আদায়ে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস বিবেচনায় তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ সফরে পাঠান। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর একনিষ্ঠ প্রয়াস কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে জনাব প্রণব মুখার্জির অনন্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননায় ভূষিত করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জনাব প্রণব মুখার্জির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগ। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর জনাব প্রণব মুখার্জি অভিভাবক ও পারিবারিক বন্ধু হিসাবে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

জনাব প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ভারত হারাল একজন পারদর্শী, বিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক নেতা, আর বাংলাদেশ হারাল একান্ত এক আপনজনকে। উপমহাদেশের রাজনীতিতে সৃষ্টি হলো এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। একই সঙ্গে মন্ত্রিসভা ভারতের সরকার, জনগণ এবং প্রয়াত প্রণব মুখার্জির শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd